

**চায়না ভ্রমণ**

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

“বিদ্যা অর্জন করতে হলে প্রয়োজনে সুদূর চীনে যাও” মহানবী (দঃ)এর এই হাদিসটিই প্রমাণ করে বিদ্যা অর্জনের বা জ্ঞান অর্জনের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই। যদিও সেই চীনে অনেকের পক্ষেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভ্রমণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। তথাপিও বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি -৪ এর অর্থায়নে আমি সুদুর চীনে Modern School Management Practice এ অংশ গ্রহণের সুযোগ পাই। ২০১৬ সালে হবিগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মনোনীয় হওয়ায় সরকার আমাকে চীন ভ্রমণের সুযোগ দেন। এ জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিগত ২৬ মে ২০১৯ খ্রি. তারিখে সরকারি আদেশ জারি হয়। জিও জারির পর ঢাকার আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস থেকে সরকারি পাসপোর্ট (অফিসিয়াল পাসপোর্ট ) করি। ৩ জুন পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর স্ক্যান করে তা দায়িত্ব প্রাপ্ত দপ্তরে প্রেরণ করি। সকল প্রসেসিং সম্পন্ন হওয়ার পর ম্যাসেজ আসে যে ১৭/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখ বিকাল ৩টায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ব্রিফিং সেশনে অংশ গ্রহণ করতে। ব্রিফিং সেশনে অংশ গ্রহনের জন্য ১৭/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে বিকাল ৩টায় অধিদপ্তরে পৌঁছি। যথারীতি ব্রিফিং সেশন শেষ করে মীরপুর ঢাকায় একটি আবাসিক হোটেলে অবস্থান করি। ১৮জুন রাত ৯টায় হোটেল থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি যোগে রওয়ানা দেই। ১০টায় বিমান বন্দরে পৌঁছে যাই। বিমান বন্দরে এক এক করে আমাদের টিমের ২৫জন সদস্য একত্রিত হয়ে আমাদের বিমান বন্দরের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আমরা রাত ১২ টায় বিমানে উঠে প্রত্যেকের আসন গ্রহণ করি। চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স এর বিমান যোগে রাত ১২টা ৫০মিনিটে চিনের গুয়াংজু বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। স্থানীয় সময় ৬টা ২৫মিনিটে গুয়াংজু বিমান বন্দরে বিমান অবতরণ করে। সেখানে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে অন্য আর একটি বিমানে চীনের রাজধানী বেইজিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি স্থানীয় সময় সকাল ৮টায়। স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ২৫মিনিটে বেইজিং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমান থেকে নেমে স্টুরিষ্ট এজেন্টের বাসে হোটেলে পৌঁছি দুপুর ১২.৩০ টায়। হোটেলে চেকইন করার পর বিকাল ৩টায় লাঞ্চ করতে ম্যাকডোনাল্ড রেষ্টুরেন্টে যাই এবং সবাই সেখানে একসাথে লাঞ্চ সেরে নেই। ২০ জুন তারিখে আমাদের স্টুরিষ্ট গাইড মিস্টার জেরেমি আমাদেরকে নিয়ে প্রথমে একটি স্থানীয় ব্যাংকে যান এবং সেখানে আমরা ডলার এক্সচেঞ্জ করে চায়না মুদ্রা গ্রহণ করে দুপুরে লাঞ্চ করি। তারপর আমরা যাই চীনের সেই ঐতিহাসিক তিয়েন আনমেন স্কয়ারে। এটি পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম চত্ত্বর (৪৪০,০০০ বর্গমিটার), পাশে নিষিদ্ধ নগরী, চায়না ন্যাশনাল মিউজিয়াম, তিয়েনআনমেন গেট বা স্বর্গীয় শান্তির তোরণ অবস্থিত। এই স্থানে আমরা বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করি এবং তাদের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলাবোধ আমাদেরকে মুগ্ধ করে। সেখানে চীনের জাতীয় সংসদ ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ রয়েছে। সেখান থেকে বিকাল ৬টায় আমরা হোটেলে চলে আসি। একটু বিশ্রাম নিয়ে নিজ উদ্দ্যোগে আবার ঘুরতে বের হই।

পরের দিন ২১ জুন সকাল ৮টায় হোটেল থেকে অন্য একটি হোটেলে সেমিনারে অংশ গ্রহণ করার জন্য রওয়ানা দেই। সেমিনারে সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। মিস ফুয়াং চায়না দলের নেতৃত্ব দেন। সেখানে প্রশ্নোত্তরে চীনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। চীনের প্রাথমিক শিক্ষা মূলত ৬ বছর ব্যাপী। ৬ বছর ৬ মাস বয়সে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়। প্রথমে ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুরা কিন্ডার গার্টেন স্কুলে আসা যাওয়া করে। সেখানে তারা খেলার চলে সময় পার করে। এই স্তরে শুধু আদব কায়দা ও বিভিন্ন নিয়ম কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া শেখায়। তারপর ভর্তি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু হয় সকাল ৮টায় এবং শেষ হয় বিকাল ৪.৩০ টায়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রিন্সিপালের বক্তৃতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। সোমবার থেকে শুক্রবার সপ্তাহে এই পাঁচদিন শ্রেণিকার্যক্রম চলে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। তাদের আবশ্যিক বিষয় হল ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও খেলাধুলা। এছাড়াও ঐচ্ছিক কিছু বিষয় রয়েছে। ১১.৩০ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত বিরতি। কোন ধর্মীয় দিবসে বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হয় না, শুধু জাতীয় দিবস গুলোতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। তাদের গ্রীষ্মকালীন বন্ধ থাকে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪৫ দিন ও জানুয়ারি মাসে প্রায় ২০ দিন। বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে প্রতিদিন ৪টি শ্রেণিতে ক্লাস নিয়ে থাকেন। প্রতিটি শ্রেণি ঘন্টা-৪০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা ব্যাপী হয়ে থাকে। শিক্ষকরা শিশুদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে A,B,C এই তিন ক্যাটাগরিতে গ্রেডিং করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বছরে ১৫দিন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা ১মাস বাধ্যতামূলক কৃষিকাজ করতে হয়। শিশুদের বাড়ির কাজ যা দেওয়া হয় সেটা Wechat গ্রুপ বা C.C TV মাধ্যমে Online এ প্রেরণ করা হয়। সকল শ্রেণি কার্যক্রম C.C ক্যামেরার আওতাভুক্ত এবং Online এ দেওয়া আছে। প্রতি মাসে ক্লাস পরীক্ষা নেওয়া হয়। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১:৪০। বছরে দুটি পরীক্ষা নেয়া হয়। একটি ফেব্রুয়ারী ও অন্যটি জুন মাসে। ফলাফল শিশুদেরকে জানানো হয় না সরাসরি অভিভাবককে জানানো হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষে অভিভাবকদেরকে তাদের শিশুদের সবল দূর্বল দিক গুলো তুলে ধরা হয় এবং তাদের সন্তান কোন বিষয়ে লেখাপড়া করলে ভবিষ্যত জীবনে সাইন করতে পারবে এরকম একটি ধারণা দেয়া হয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের দুপুরের খাবার দেয়া হয় ব্যয় অর্ধেক বহন করেন সরকার।

শিক্ষক যোগ্যতার ক্ষেত্রে কোন চায়না নারী-পুরুষ বা Senior Middle School (15-18 years old) পাশ করার পর একটি পরীক্ষা দিয়ে (যা চীনা ভাষায় Gaokao exam বলে পরিচিত) Normal university (Teacher’s College) এ ভর্তি হতে হয়। সেখানে ৪ বছর পড়াশুনা করে সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়। তারপর শিক্ষকতা পেশায় ইন্টারভিউ দিয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে হয়। চীনের চাকুরী ক্যাটাগরিতে শিক্ষকতা একটি মধ্যম মানের চাকুরী হিসাবে বিবেচনা করা হয় ( বেতন ভাতা বিবেচনায়) শিশুরা শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বছরে গ্রীষ্মকালীন বন্ধের সময়ে যে কোন একদিন শিক্ষক দিবস পালন করেন। স্থানীয় কোন হোটেলে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয় শিক্ষার্থীদের আয়োজনে। তারা শিক্ষকদেরকে সেখানে খাবার অফার করেন। শিক্ষকরা তাদের মাথায় হাত দিয়ে বলেন (পিং পিং আন আন) অর্থাৎ অনেক বড় হও দোয়া করি। শিক্ষকদের পদোন্নতি নির্ভর করে তাদের কর্মকান্ড ও শিশুদের ফলাফলের উপর। প্রতি বছর একবার পরীক্ষা নেয়া হয় তাদের পদোন্নতির জন্য। প্রতি ১০ বছর পর পর চীনারা তাদের কারিকুলাম পরিবর্তন করে থাকেন। প্রতি ২ বছর পর শিক্ষার্থীদের পোষাকের ডিজাইন ও রং পরিবর্তন করা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের বনভোজনের বা পিকনিকে যাওয়ার কোন অনুমতি দেওয়া হয় না। চীনারা তাদের শিশুদের চীনের বাহিরে পড়াশুনা করতে নিরুৎসাহিত করেন।

পরবর্তী দিনে আমরা চীনের সেই ঐতিহাসিক মহাপ্রাচীর বা China Great Wall পরিদর্শনে যাই। বেইজিং শহরের উত্তর দিকে এই গ্রেট ওয়ালের কিছু অংশ আছে সেখানে পর্যটকরা দেখতে যান। আমরা সেখানে গিয়ে বাস থেকে নেমে টিকেট কেটে প্রবেশ করি। কি অপরূপ দৃশ্য। পাহাড়ী এলাকা একপাশে রাশিয়ার বর্ডার অন্য পাশে উত্তর কোরিয়া। এটি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি যা সুদুর চাঁদ থেকেও দেখা যায়। এটি ২২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শুরু হওয়া কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিল ১৫ বছর। চীনের উত্তর সীমান্তে মঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোঁলিয়া লুটতরাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এটি নির্মাণ করে। প্রায় ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট সিড়ি বেয়ে শীর্ষে উঠি। অনেক সুন্দর ও নান্দনিক দৃশ্যাবলী সত্যিই পর্যটকদের মন কেড়ে নেয়।

পরবর্তী দিন সকাল ৯টায় আমরা আমাদের হোটেল থেকে আমাদের টিম লিডার জনাব মোঃ হাসান সারোয়ার পরিচালক প্রকিউরম্যান্ট ও ডিপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ জাহাঙ্গীঁর আলম সহকারী সচিব প্রাগম এর নেতৃত্বে প্রথমে চায়না পিকিং সিটি বা old China তে যাই। সেটা ছিল চীনের প্রাচীন রাজধানী। রাস্তাগুলো সরু হলেও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেশী বিদেশী অনেক পর্যটক সেখানে নিয়মিত আসেন। সেখানে আমরা কিছু কেনাকাটা করি এবং ঘুরে ঘুরে দেখি। দুপুরে লাঞ্চ সেরে সেখান থেকে আমরা ফেংথাই এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল পরিদর্শনে যাই বেলা ২.৩০ টায়। আমাদের গাইড মিস্টার জেরেমি আমাদেরকে নিয়ে সেখানে যান। গাড়ী থেকে নামতেই দেখতে পাই বিদ্যালয়ের শিশুরা বাংলাদেশ ও চীনের পতাকা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আমাদের চীনা ভাষায় স্বাগতম জানায়। দুটি ক্যাম্পাসে বিভক্ত এই বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করানো হয়। ১ম ক্যাম্পাসে ১ম-৩য় শ্রেণি এবং ২য় ক্যাম্পাসে ৪র্থ থেকে ৯ম শ্রেণি। ১ম ক্যাম্পাসে প্রিন্সিপাল, শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থী আমাদেরকে তাদের বিদ্যালয়ের পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখান। চারতলা বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়টি আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধায় পরিপূর্ণ। ১ম ক্যাম্পাস পরিদর্শন শেষে আমরা ২য় ক্যাম্পাসে যাই যা খুব বেশী দূরে নয়, প্রায় ২০০ মিটার হবে। সেখানে যাওয়ার পর প্রথমেই বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষক আমাদের বেহেলায় একটি গান বাজিয়ে শুনান। খুব রোমাঞ্চকর ছিল সেই মূহুর্তটি। পরে শিশুরা ১টি নৃত্য ও ১টি দলীয় গান পরিবেশন করে। পরবর্তীতে আমরা ২য় ক্যাম্পাসের কনফারেন্স হলে তাদের সাথে আলোচনায় বসি। আমাদের টিম লিডারদ্বয় আমাদের দলের নেতৃত্ব দেন। তাদের পক্ষে ছিল ২ ক্যাম্পাসের প্রিন্সিপাল, পরিচালক ও ইংরেজি শিক্ষক। দুদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়। শেষে দুদেশের মধ্যে স্মারক উপহার বিনিময় হয়। স্কুলের পক্ষ থেকে আমাদের দলের ২৫ জন সদস্যের প্রত্যেককে ১টি করে প্রসপেকটাস ও বিদ্যালয়ের লগো সম্বলিত একটি করে উপহার দেয়। শেষে কুশল বিনিময় করে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার হোটেলে ফিরে আসি। রাতে হোটেলে সবাই লাগেজ গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পরেন। সবাই পরের দিনেই চীন থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ফ্লাই করব। ২৬ জুন স্থানীয় সময় ১০.৩০টায় বেইজিং বিমান বন্দরে প্রবেশ করলাম। আমাদের কে বিদায় জানালেন আমাদের চাইনিজ গাইড মিস্টার জেরেমি। বিমান বন্দরের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে দুপুর ২টায় গুয়াংজু থেকে পরবর্তী ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। বাংলাদেশ সময় রাত ১১.৩০ টায় চায়না সাউথার্ন এয়ার লাইসেন্স একটি বোয়িং ড্রীমলাইনার বিমানে করে ঢাকায় অবতরণ করি। ঢাকায় নেমে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে টিমের সকল সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

  

লেখক - প্রধান শিক্ষক, কাচুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।